advertisement

ছাত্রলীগের সংঘর্ষে বন্ধ রাজশাহীর আইএইচটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ১১ এপ্রিল ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১০ এপ্রিল ২০১৯ ২৩:৪৮

কঙ্কাল বিক্রি নিয়ে ছাত্রলীগের দুগ্রুপের সংঘর্ষের জেরে রাজশাহী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এক নোটিশে টেকনোলজি কর্তৃপক্ষ জানায়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী, মঙ্গলবার রাত ৮টার মধ্যে ছাত্ররা এবং গতকাল বুধবার সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রীরা ছাত্রাবাস ছাড়েন। ওই নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গুরুতর আহত অবস্থায় ১১ জনকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরবর্তী সময় অবস্থার আরও অবনতি এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কায় ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস বন্ধ ঘোষণা করা হলো। আইএইচটির শিক্ষার্থীরা জানান, মঙ্গলবার সকালে তৃতীয় বর্ষের তিন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের দুই নম্বর গ্যালারিতে কঙ্কাল বিক্রির জন্য প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে যান। এই তিন শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের আইএইচটি শাখার সাধারণ সম্পাদক ওহিদুজ্জামানের অনুসারী। সেখানে সভাপতি আসলাম সরকার অনুসারী প্রথম বর্ষের ছাত্র সাইফুল ইসলামের সঙ্গে ওই তিন শিক্ষার্থীর কথা কাটাকাটি হয়। এর জেরে মীমাংসা বৈঠকের নামে শামীম ছাত্রাবাসে দুপক্ষের মধ্যে দিনভর দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে আহত ছাত্রলীগের ১১ নেতাকর্মীকে রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে রয়েছেনÑ ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নাফিউল ইসলাম, মাসুদ রানা, ডেন্টাল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের আসমাউল হোসেন, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের রাফি সরকার, একই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের আল আমীন ও ফিজিও থেরাপি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী জ্যোতি সিদ্দিক। এর মধ্যে নাফিউল ইসলাম ও আসমাউল

হোসেনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আসমাউলের মাথায় ২৪টি সেলাই দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের আইএইচটি শাখার সাধারণ সম্পাদক ওহিদুজ্জামান বাদী হয়ে নগরীর রাজপাড়া থানায় সভাপতিসহ ৮ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। আর আহত শিক্ষার্থী নাফিউল ইসলামের মা শরীফা বানু বাদী হয়ে একই ঘটনায় আরেকটি মামলা দায়ের করেন। জানতে চাইলে ওহিদুজ্জামান জানান, তিনি ঘটানস্থলে ছিলেন না। সভাপতির সমর্থকরা তার উপস্থিতিতেই ছাত্রাবাসে ঢুকে তিনটি কক্ষ ও মসজিদের জানালার কাচ ভাঙচুর করে। তারা তার (ওহিদুজ্জামান) কক্ষের টেবিলের ড্রয়ার ভেঙে নগদ টাকা ও ল্যাপটপ লুট করে নিয়ে যায়। অবশ্য আসলাম সরকার জানান, সংঘর্ষের ঘটনায় দুপক্ষের কর্মী-সমর্থকরাই আহত হয়েছেন। ভুল বোঝাবুঝি থেকে এসব ঘটনা ঘটেছে। আশা করছি বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যাবে। নগরীর রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান জানান, পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। ক্যাম্পাস থেকে লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত করে মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।